তাওহীদ ফিত তানযীহ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد ألآ إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد...

ইসলামী আকীদা হলো– আল্লাহ তাআলা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পূতঃপবিত্র। মাখলুকের সদৃশ হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলার যাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলি) ও আফআল (ক্রিয়া-কর্ম) সম্পূর্ণ পবিত্র। আমরা তো আল্লাহকে এই জন্য আল্লাহ বলে স্বীকার করি যে, তাঁর যাত, সিফাত ও আফআল আমাদের থেকে উর্ধ্বে, ভিন্ন শ্রেণির। আমরা আমাদের মতো কাউকে স্রষ্টা মানবোই বা কেন? কাজেই আল্লাহর যাত, সিফাত ও আফআল সৃষ্টিসদৃশ হওয়া বড় আইব, ভীষণ ত্রুটি, মারাত্মক দোষ। আল্লাহর যাত, সিফাত ও আফআল এসব আইব-দোষ থেকে পবিত্র। এটিই হলো 'তাওহীদ ফিত তানযীহ'। এই তাওহীদ ঠিক রাখতে হবে।

আমরা যে তাসবীহ পড়ি, সুবহানাল্লাহ বলি, আল্লাহ তাআলা পবিত্র– একথা ঘোষণা করি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাওহীদ ফিত তানযীহ। আল্লাহ তাআলার যাত, সিফাত ও আফআল ত্রুটিহীন, বিমূর্ত, অনুপম ও অতুলনীয়, মাখলুকের যাত, সিফাত ও আফআল থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাব্দিক মিল ছাড়া হাকীকত ও বাস্তবতায় কোনো মিল নেই।

যারা স্রষ্টার মূর্তি বানায়, তারা প্রথমে স্রষ্টাকে মূর্ত কল্পনীয় মনে করে। মাখলুকের মতো ধারণা করে। তারপর তার মূর্তি নির্মাণ করে। ইসলামের অকাট্য আকীদা হলো– আল্লাহ তাআলার মতো কিছুই নেই। তিনি বিমূর্ত-কল্পনাতীত। তাঁর মূর্তি হতে পারে না, কল্পমূর্তিও হতে পারে না। আকীদাতুত তহাবির অবিস্মরণীয় পাঠ–

لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام

তাঁর পর্যন্ত কারো কল্পনা পৌঁছতে পারে না, কারো বুঝ-বুদ্ধি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, সৃষ্টির কোনোটাই তাঁর মতো না।

اے برتر از خیال و قیاس و گمان وہم
وز ہرچہ گفتہ اند شنیدہ ایم و خاندہ ایم

ও আল্লাহ! তুমি ধারণা, অনুমান, তুলনা ও কল্পনার উর্ধ্বে। যা শুনেছি আর যা পড়েছি, যত যা আপনার প্রশংসায় বলা হয়েছে, আপনি তার চেয়েও উপরে।

তানযীহের অকাট্য আকীদা বয়ান করে ইসলাম শিরক ও মূর্তিপূজার দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। কাজেই তানযীহের আকীদায় মজবুত থাকতে হবে। এ আকীদা দুর্বল হয়ে গেলে শিরকের দরজা খুলে যাবে। আল্লাহ তাআলা সকলকে আকীদায়ে তানযীহের উপর অটল অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন, আমীন।

সিফাতে মুতাশাবিহা

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত গুণাবলি, কর্মবাচক গুণাবলি এবং নাবাচক গুণাবলি সম্পর্কে পিছনে আলোচনা হয়েছে। এগুলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওহীদের মুহকাম, অকাট্য, সুস্পষ্ট ও বুনিয়াদি আকীদা। আজকের মজলিসে সিফাতে মুতাশাবিহ সম্পর্কে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

'সিফাতে মুতাশাবিহ' আকীদার বুনিয়াদি অংশ নয়। এগুলোকে মুহকাম-বুনিয়াদি আকীদার আলোকে বুঝতে হয়, ঢেলে সাজাতে হয়।

যদিও বিষয়টা কঠিন, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল। তবে জানতে হবে। যাতে আমাদের ঈমান শুদ্ধ হয়, সুরক্ষিত থাকে।

এখন এ সম্পর্কে কিছু বলার বিশেষ প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়েছে। আমাদের কিছু দীনী ভাই, সালাফী-লা মাযহাবি, তারা এক সময় বলতো, এদেশের মুসলমানদের নামায সহীহ হয় না। দেশের উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা, যারা পুরো জীবন কুরআন-হাদীস-ফিকহের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাঁদের সহ হাজার বছরের কোটি কোটি মুসলমান সম্পর্কে বলে দিলো– এদের কারো নামায হয় না! একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হল, বিভেদ হল। বেশ কিছুদিন এ নিয়ে হৈচৈ চললো।

উলামায়ে কেরাম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করলেন, তাদের বোঝালেন, তাদের বক্তব্য ও অভিযোগের দলীলভিত্তিক জবাব দিলেন। তখন সালাত ইস্যুতে তারা কিছুটা নরম হলো।

এখন তারা আরেকটা উদ্ভট কথা বাজারে ছাড়ছে– নামায তো কোনোরকম হয়ে যায়, তবে এদেশের মূলধারার আলেম-ওলামা ও মুসলমানদের ঈমান সহীহ নয়, আকীদা ঠিক নয়!

জানা কথা–ঈমানের বুনিয়াদি বিষয় স্পষ্ট, সর্ববাদীসম্মত, শাশ্বত এবং চিরায়ত। এগুলো সবার বোধগম্য। কিন্তু ঈমানের কিছু সূক্ষ্ম বিষয়, যেগুলো আম মুসলমানদের বুঝানো কঠিন, তাই সর্বস্তরের মানুষের সামনে এগুলোর আলোচনা হয় না। যারা জ্ঞানমনস্ক নয়, এগুলো তাদের বুঝ-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এ ধরণের কিছু বিষয় সালাফী-গায়রে মুকাল্লিদ ভায়েরা আম মুসলমানের সামনে বলা শুরু করে দিল। এগুলোকে তারা আকীদা চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় বানিয়ে ফেললো। অথচ এগুলো আকীদার মূল বিষয় নয়।

জমহুর উম্মত, মুসলিম উম্মাহর সর্বজনমান্য ইমাম, বড় বড় মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে আবেদীন, সবার ব্যাপারে বলছে– এদের আকীদা ঠিক নেই। মুসলিম উম্মাহ যাদের কাছে চিরঋণী– ইমাম বায়হাকী, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম নববী, ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ, এঁদের ব্যাপারেও বলছে– আকীদায় সমস্যা আছে!

যে বিষয়টা তারা সামনে এনেছে, তা হলো– আল্লাহর চির রহস্যময় কিছু গুণ, উদ্দেশ্যগতভাবে যেগুলো দ্ব্যর্থবোধক, প্রচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য, যার বাহ্যিক অর্থ মুহকাম (সুস্পষ্ট অকাট্য বুনিয়াদি আকীদা) পরিপন্থী। এগুলো দিয়ে তারা আকীদা যাচাইয়ে নেমেছে!

অথচ পিছনে আলোচিত দ্ব্যর্থহীন সুবোধ্য সুস্পষ্ট বুনিয়াদি সিফাতের কাতারে এগুলো পড়ে না, ঈমান ও আকীদার মূল ভিত্তি হিসেবে এগুলো কুরআন-সুন্নাহয় আসেওনি। এ শব্দগুলোর আভিধানিক ও মানবীয় অর্থ আল্লাহ তাআলার শায়ানেশান নয়, বাহ্যিক অর্থ মুহকাম সুস্পষ্ট আকীদা পরিপন্থী, আবার বুদ্ধি-বিবেকের দাবির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এগুলো হলো 'সিফাতে মুতাশাবিহ', আল্লাহ তাআলার চির রহস্যময় গুণাবলি।

প্রসঙ্গক্রমে কুরআন মাজীদে আল্লাহর চেহারার কথা এসেছে, চোখের কথা

এসেছে। হাত-পায়ের কথাও এসেছে। কিন্তু এসব দিয়ে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া হয়নি, এ ধরনের কথা কুরআনুল কারীমে এসেছে অন্য কোনো মুখ্য আলোচনার অধীনে। কোথাও এগুলো আল্লাহর সত্তার জন্য অঙ্গ প্রমাণে আসেনি। এজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা হলো– এগুলো জারেহা (অঙ্গ) নয়, এগুলো 'মুতাশাবিহ সিফাত'।

এগুলোর বাহ্যিক কিংবা অতিপ্রচলিত অর্থ নিলে মনে হতে পারে– সিফাতগুলো বুঝি মানুষেরই সিফাতের মতো! আরবী ভাষার বাগরীতি আমলে না নিলে মনে হবে– আমার যেমন হাত আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরও হাত আছে! পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মনে হবে, আল্লাহ বুঝি মাখলুকের মতো! রূপকার্থে ও ইঙ্গিতার্থে ব্যবহার উপেক্ষা করলে মনে হবে– আমার যেমন পা আছে, আল্লাহরও তেমন পা আছে! আমার চেহারা যেমন আমার একটি অঙ্গ অংশ, আল্লাহর চেহারাও বুঝি আল্লাহর অংশ অঙ্গ। মানুষের যেমন সসীম একটা দেহ আছে, আল্লাহও বুঝি সসীম দেহধারী সত্তা!

মোটকথা, আল্লাহকে মাখলুকের অনুরূপ সত্তা মনে হতে পারে, অথচ বিষয়টা মোটেই তা নয়। 'তানযীহ' (সাদৃশ্যহীনতা)-এর বুনিয়াদি মুহকাম আকীদা যার ঠিক আছে, তার কাছে কখনই এমনটা মনে হবে না। কিন্তু যার তানযীহের আকীদা মজবুত নয়, সে দেহবাদ কিংবা সাদৃশ্যবাদে ঝুঁকে পড়ে। দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ হলো তাওহীদ পরিপন্থী। আমাদেরকে তাওহীদের উপর থাকতে হবে।

কুরআনুল কারীমে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ﴾

আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। যার বহু আয়াত মুহকাম (ওয়াজিহুল মুরাদ– উদ্দেশ্য মর্ম সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, পরিষ্কার)।

﴿هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾

এ আয়াতগুলোই কিতাবের মূল ভিত্তি। –সূরা আলে ইমরান ৩:৭

যে আয়াতগুলো আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সুস্পষ্ট, কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াত যার অর্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে বা হাদীস দ্বারা যার অর্থ

সুনির্ধারিত হয়ে গিয়েছে অথবা শরীয়তের মূলনীতি যে অর্থকে স্পষ্ট করেছে, প্রজন্ম পরম্পরায় যে অর্থটি পরিবাহিত হয়ে আসছে, এগুলো মুহকাম। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾

নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো।

এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই, একেবারে স্পষ্ট।

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয। –সূরা বাকারা ২:১৮৩

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

সামর্থ্যবানের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ করা ফরয। –সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭

﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ﴾

যিনার কাছে যেয়ো না। –সূরা ইসরা ১৭:৩২

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

হে নবী! তুমি বলো, আল্লাহ এক– অদ্বিতীয় ।

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

﴿لَمْ يَلِدْ﴾

আল্লাহর কোনো সন্তান নেই।

﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾

তিনি কারো সন্তানও নন।

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

আল্লাহর সমান সমশ্রেণির কিচ্ছু নেই।

–এ জাতীয় আয়াত কুরআনুল কারীমের মূল অংশ। অর্থাৎ এ ধরনের আয়াত দ্বারা আকীদা প্রমাণিত হয়, ব্যবহারিক জীবনের মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয়। মুহকাম আয়াতের সংখ্যাই কুরআনে বেশি। এগুলো 'উম্মুল কিতাব', কিতাবের মূল অংশ। পুরো দ্বীন ও শরীয়ত এগুলোর উপর নির্ভরশীল।

﴿وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ﴾

কিন্তু কুরআনের কিছু আয়াত মুতাশাবিহ। –সূরা আলে ইমরান ৩:৭

(مُتَشٰبِه) মুতাশাবিহ মানে خفي المراد –যার উদ্দেশ্য-মর্ম অস্পষ্ট-দুর্বোধ্য, এগুলোকে বুঝতে হয় মুহকাম আয়াতের আলোকে। এ অস্পষ্ট আয়াতগুলোর এমন কোনো অর্থ করা যায় না, যে অর্থ মুহকাম বা স্পষ্ট আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমন অর্থ করা গোমরাহী, ভ্রষ্টতা।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾

ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কালিমা, যা মারইয়ামের কাছে পৌছানো হয়েছে এবং সে আল্লাহর এক রূহ। –সূরা নিসা ৪:১৭১

–আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহর কালিমা' আর 'আল্লাহর রূহ'-এর মর্ম নানা কারণে 'মুতাশাবিহ'। 'আল্লাহর রূহ'-এর কী অর্থ? তার মানে কি ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সত্তার অংশ? অথচ কেউ-ই আল্লাহর অংশ নয়, আল্লাহর কোনো অংশ নেই, এটি কুরআনের মুহকাম আকীদা।

'আল্লাহর রূহ' আর 'আল্লাহর কালিমা'-কে যদি আমি মুহকামের আলোকে না বুঝি, তাহলে গোমরাহি অনিবার্য। স্পষ্ট মুহকাম আয়াতে আছে–

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾

ঈসার উদাহরণ আদমেরই মতো, যাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। –সূরা আলে ইমরান ৩:৫৯

আদম আলাইহিস সালাম-কে যেমন পিতা-মাতা ছাড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর মাখলুক। তেমনি ঈসা আলাইহিস সালামকে বাবা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, তিনিও আল্লাহর মাখলুক, আল্লাহর বান্দা।

কেউ কি বলে, আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান? আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। যা মাটি থেকে সৃষ্ট, তা আল্লাহর সন্তান হতে পারে না। কাজেই এই মুহকাম আয়াতের আলোকে বুঝতে হবে 'রুহুল্লাহ' ও 'কালিমাতুল্লাহ'-এর মর্ম।

আমাদের দুনিয়াতে আসার পেছনে পিতার মধ্যস্থতা আছে। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম এর পিতা নেই, বাবার মধ্যস্থতা নেই। এজন্য তাঁকে সম্মানার্থে 'রুহুল্লাহ' (বিশেষভাবে আল্লাহর সৃষ্ট রূহ) বলা হয়েছে। যেমন সম্মানার্থে কাবাঘরকে 'বাইতুল্লাহ' বলা হয়। আর আল্লাহর বিশেষ হুকুমে তাঁর জন্ম, তাই তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়।

আমাদের দেশের কট্টর বেদআতী বেরেলবিরা বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 'যাতী নূরে' তৈরি। নবীর প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে এ কথা বলে। এর মানে হলো, তাদের দাবি অনুযায়ী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যাতের অংশ! আরও সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর যাতের অংশ থাকতে পারে এবং সেখান থেকে কোনো অংশ স্থানান্তরিত হতে পারে, নাউযুবিল্লাহ।

এটি তো ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান বলার মতোই হল! সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান এ কথা বলা যেমন শিরক, তেমনি এ কথা বলা যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যাতী নূরের তৈরি, এটাও শিরকি কথা।

হাত, পা, ছাক (পায়ের গোছা), চোখ, এগুলো এমন মুতাশাবিহ, যার শাব্দিক অর্থ জানা আছে– يد মানে হাত, عين মানে চোখ। কিন্তু আল্লাহর দিকে শব্দগুলো সম্বন্ধিত হওয়ার পর এগুলোর প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য মুতাশাবিহ হয়ে গেছে। এখন এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য মর্ম একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন।

কুরআন মাজীদের মুহকাম আকীদা থেকে আমরা জানি এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান কিন্তু তাঁর বিদ্যমানতা মাখলুকের মতো নয়। আল্লাহর আটটি বুনিয়াদি সিফাতও বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলোর ধরন-ধারনও মাখলুকের মতো নয়। এটি 'তাওহীদ ফিত তানযীহ'। এর বাইরে যেগুলো সিফাতে মুতাশাবিহ, সেগুলোর হাকীকত-কাইফিয়ত, মূল মর্ম পরিচয় ও তার ধরন-ধারন অস্পষ্ট দুর্বোধ্য।

আল্লাহ বলেন–

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ﴾

কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে লেগে থাকে।

﴿ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ﴾

উদ্দেশ্য ফিতনা তৈরি আর অপব্যাখ্যা।

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অথচ এগুলোর প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। –সূরা আলে ইমরান ৩:১

'ইয়াসীন, হামীম, আল্লাহর হাত-পা, আল্লাহর চোখ-চেহারা'– এগুলোর হাকীকত, প্রকৃতি, মর্ম ও ধরন-ধারন অস্পষ্ট, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা জানে না।

﴿ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ ﴾

যারা ইলমে পরিপক্ক, তারা বলে, মুতাশাবিহ (দ্বারা আল্লাহ যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন)-এর প্রতি ঈমান আনলাম। –সূরা আলে ইমরান ৩:৭

কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটা তো জানা যায়নি। কিন্তু আল্লাহ যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সে অর্থ-মর্মের প্রতি ঈমান আনলাম। কারণ–

﴿ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾

মুহকাম আর আর মুতাশাবিহ সব আয়াত এক সত্তা থেকে এসেছে।

মুহকামও আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। যেটা মুতাশাবিহ, যার মর্ম আমরা জানি না, সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। –সূরা আলে ইমরান ৩:৭

বলতে পারেন, যখন অর্থ জানা নেই, মর্ম জানা নেই, উদ্দেশ্য জানা নেই, তাহলে আল্লাহ আয়াতটি নাযিল কেন করলেন? আসলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। গায়বের প্রতি ঈমান আনা না আনার পরীক্ষা।

অজানাকে জানতে চাওয়া মানুষের স্বভাব। এখানে আল্লাহ হদ (সীমা) বেঁধে দিলেন। সব জায়গায় আকলের ঘোড়া ছুটাবে না। আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান, কে আত্মসমর্পণ করে, আর কে মুতাশাবিহের পিছনে পড়ে এবং মুহকামকে উপেক্ষা করে।

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

যারা জ্ঞানী, তারাই উপদেশ গ্রহণ করে।। –সূরা আলে ইমরান ৩:৭

মুতাশাবিহ কেন্দ্রিক গোমরাহী

মুশাববিহা-মুজাসসিমা (সাদৃশ্যবাদী ও দেহবাদী) নামে দুটো ভ্রান্ত ফেরকা অতীতে ছিলো। এখনও তাদের প্রভাব লক্ষণীয়। তারা বলতো, কুরআন-হাদীসে আল্লাহর হাতের কথা, পায়ের কথা, চেহারার কথা, চোখের কথা আছে। এগুলো মানুষের মত অঙ্গ। মানুষের যেমন দেহ আছে, অঙ্গ আছে, তেমনি আল্লাহরও দেহ আছে, অঙ্গ আছে। আল্লাহর হাতের হাকীকত-প্রকৃতি, আল্লাহর চোখের প্রকৃতি-স্বারবস্তু মানুষের মত, পার্থক্য কেবল বড়-ছোট আর সুন্দর-অসুন্দরের! হাকীকত একই, পার্থক্য শুধু কাইফিয়তের!! ধরন-ধারনের!! নাউযুবিল্লাহ।

তাদের এমন চিন্তা তাওহীদ পরিপন্থী, মুহকাম আকীদা বিরোধী, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে ছাতহি-জাহেরি–অক্ষরবাদী।

আয়াতে এসেছে–

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

হুদায়বিয়াতে যারা তোমার কাছে জিহাদের বাইআত হয়েছে, তারা মূলত

আল্লাহর নিকট বাইআত হয়েছে। আল্লাহর 'ইয়াদ' (হাত) তাদের হাতের উপর। –সূরা ফাতাহ ৪৮:১০

এখানে আল্লাহর হাত দ্বারা আল্লাহর 'অঙ্গ' উদ্দেশ্য নয় –এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আকীদা। শুধু 'হাত' বলতে বাহ্যিক যে অর্থটি বুঝতে পারছি সেটি উদ্দেশ্য নয়। তাহলে কী উদ্দেশ্য?

যেহেতু নবীজীর কাছে বাইআত হওয়া মানে আল্লাহর নিকট বাইআত হওয়া, আর বাইআতকারী হিসাবে নবীজীর হাত ছিলো বাইআতগ্রহণকারী সাহাবীগণের হাতের উপর, তাই কেমন যেন আল্লাহর হাতও ছিলো সাহাবীগণের হাতের উপর। আয়াতটি এ দুই হালতের সমগুরুত্ব বোঝানোর একটি অলংকারিক উপস্থাপন।

মোটকথা, পুরো আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও আরবী বাগরীতি মোতাবেক– এখানে 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর' দ্বারা উদ্দেশ্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত হওয়া আল্লাহর নিকট বাইআত হওয়ার মতো মাহাত্মপূর্ণ— একথা বোঝানো উদ্দেশ্য। এটি বোঝানোর জন্যই পুরো আয়াত এসেছে। এটি এই আয়াতের 'ইবারতুন নস' (উদ্দিষ্ট অর্থ)। তাই 'ইয়াদ' শব্দটিকে তার পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'অঙ্গ' অর্থ বলার সুযোগ নেই। এটা উদ্দিষ্ট অর্থের ভেতর পড়েই না।

(তেমনি এই আয়াতের 'দালালাতুন নস' অর্থাৎ নসের উদ্দিষ্ট অর্থ থেকে অগ্রগণ্য ভিত্তিতে যা বুঝে আসে, 'ইশারাতুন নস' যা নসের উদ্দিষ্ট অর্থ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বুঝে আসে, 'ইক্তেজাউন নস' অর্থাৎ যা না হলে নসের অর্থ মুফীদই হয় না— কোনোটা থেকে 'ইয়াদুল্লাহ' দ্বারা অঙ্গ বোঝা যায় না)।

মূলত সিয়াক-সাবাক তথা পূর্বাপর প্রসঙ্গসহ অর্থ করা হলে 'হাত-পা-ইসতিওয়া' ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুতাশাবিহ থাকেই না। যদি কোথাও সিয়াক-সাবাক তথা পূর্বাপর প্রসঙ্গসহ অর্থ করা হলেও বাহ্যত মাখলুক সদৃশ অর্থ উঠে আসে, তাহলে সেটাই কেবল মুতাশাবিহ। সে ক্ষেত্রে সালাফের মাযহাব হলো 'তাফউয়ীজ' করা।

এমন মুতাশাবিহ আয়াতের ক্ষেত্রে নিরাপদ তরিকা হলো– কোনো ব্যাখ্যা না করে এজমালি অর্থ— 'এটি আল্লাহর সিফাতে মুতাশাবিহ', এইটুকু ঈমান

রাখবে, কোনো ব্যাখ্যা-কল্পনায় যাবে না। এটিকে বলে 'তাফউয়ীজ' করা, আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা।

দেখুন, দুনিয়াতে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। মানুষ নিজের রূহের হাকীকতও বুঝে না, কিন্তু বিদ্যমানতা স্বীকার করে। আল্লাহর যাতের হাকীকত আমরা জানি না, সিফাতের হাকীকতও জানি না। কিন্তু আল্লাহর বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করি, মুহকাম সিফাতগুলোর যতটুকু মর্ম অনুধাবন করা যায়, তার উপর ঈমান রাখি। আর মুতাশাবিহ সিফাতগুলো তিলাওয়াত করি এবং তার মর্ম আল্লাহ তাআলার ইলমে সোপর্দ করি।

আল্লাহ তাআলা খালেক। আমরা সকলেই আল্লাহর মাখলুক। আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা অনাদি, অনন্ত, অসীম। আল্লাহর শুরুও নেই, শেষও নেই। আমরা যারা মাখলুক, আমাদের শুরুও আছে, শেষও আছে। আল্লাহ অসীম, অনাদি। এটি আমাদের ঈমান।

আল্লাহ তাআলা দেহ, শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অংশ, স্থান, কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা কোনো স্থানে, কোনো কালে, কোনো পাত্রে সীমাবদ্ধ নন। স্থান-কাল-পাত্র ছিলো না, আল্লাহ ছিলেন।

আমরা আগেই বলে এসেছি– আল্লাহ অসীম। তিনি কোনো কিছুতে সীমাবদ্ধ নন। আল্লাহ তাআলা দেহ ও শরীর থেকে পাক। যখন কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ ছিলেন। যখন মাটিও ছিল না, আকাশ-বাতাস কিছুই ছিল না, তখনও আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্থান, কাল কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।

কোনো কিছুই আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না। আরশের মধ্যেও আল্লাহ বেষ্টিত না। আল্লাহই বরং সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। তাঁর শান মতো তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। আপনি যে এখানে বসে আছেন আপনি একটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি একটি কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ স্থান-কালের ঊর্ধ্বে। আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর সিফাত-গুণাগুণ, কোনো কিছুই সৃষ্টির সাথে মিলবে না। আল্লাহ অতুলনীয়, অনুপম। তার কোনো উপমা নেই। তিনি মাখলুক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

যে সমস্ত শব্দ মানুষের অঙ্গ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়, এমন কিছু শব্দ আল্লাহ তাআলার কিছু সিফাত বোঝানোর জন্যও ব্যবহার হয়েছে। যেমন চেহারা, হাসি, আগমন ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ দ্বারা অঙ্গ এবং অঙ্গনিসৃত কর্ম যেমন

বোঝায়, তেমনি এগুলোর অঙ্গনিরপেক্ষ ফায়দা, প্রভাব ও নতিজাও বোঝায়। চোখ একটি অঙ্গ, এর ফায়দা হলো দর্শনীয় জিনিসের জ্ঞান লাভ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। তো মাখলুকের জন্য যখন চোখ শব্দের ব্যবহার হয়, তখন 'অঙ্গ' ও তার 'ফায়দা' দুটোই বোঝানো যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার হয়, তখন অঙ্গ নয়, কেবল ফায়দা-উপকারিতা ও প্রভাব উদ্দেশ্য হয়। যেমন–

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾

আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় নৌযান তৈরি করো। –সূরা হুদ ১১:৩৭

এখানে শাব্দিকভাবে 'আমাদের চোখে চোখে'-কথাটা বিদ্যমান। এর উদ্দেশ্য 'পূর্ণ, মজবুত, প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান'। এটি রূপক অর্থ নয়, এটি হাকীকতে উরফিয়্যাহ (প্রচলিত মূল অর্থ)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

মহিয়ান সেই সত্তা, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সর্বময় ক্ষমতাবান। –সূরা মুলক ৬৭:১

'তাঁর হাতে রাজত্ব'- এর দ্বারা আল্লাহর জন্য হস্ত সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো– সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা আল্লাহর। যেমন বলা হয়– 'আমীরের হাতে দেশ'।

কুরআনুল কারীমে আছে–

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾

আল্লাহ আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। –সূরা ত্বহা ২০:৫

কেমন করে হয়েছেন? সাদৃশ্যবাদীরা বলে– আমি যেমন চেয়ারে বসে আছি, আল্লাহও তেমন বসে আছেন! নাউযুবিল্লাহ! এটা তাওহীদ পরিপন্থী কথা। আল্লাহর মতো কিছুই নেই। আল্লাহ যদি আমাদের মতই আরশে আসীন থাকেন,

তাহলে তাঁর অনুপমত্ব থাকলো না। অতুলনীয়তা রইলো না। আল্লাহকে বান্দার মতো ভাবা শিরক। এটি 'তাওহীদ ফিত তানযীহ' বিরোধী।

আল্লাহ তাআলা স্থান ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র। তাঁর আফআল ও ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা তাঁর সত্তার মাঝে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাঁর সত্তা প্রতিক্রিয়ামুক্ত। সুতরাং আরবী বাগরীতি অনুসারে পূর্বাপর থেকে এখানে অর্থ হলো–

﴿طه ۝١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ۝٢ إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ ۝٣ تَنزِيلٗا مِّمَّنۡ خَلَقَ ٱلۡأَرۡضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلۡعُلَى ۝٤ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ ۝٦﴾

ত্বহা। তোমার উপর আমি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি কষ্টে পড়ে থাকবে। বরং যে যথার্থ ভয় রাখে, এটি তার জন্য উপদেশ স্বরূপ। এটি তাঁর পক্ষ হতে অবতারিত, যিনি জমিন ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা। রহমান আল্লাহ আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন (অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ সৃষ্টিকূলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন)। আসমানসমূহ, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছু এবং পাতালতলের যাবতীয় কিছুর মালিকানা তাঁরই। –সূরা ত্বহা ২০:১–৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾

যিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছু ছয়দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (বুনিয়াদি সৃষ্টিকর্ম সমাপনান্তে পরবর্তী ধাপে) রহমান আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন)। সুতরাং জ্ঞানবানকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। –সূরা ফুরকান ২৫:৫৯

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾

তোমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার

সব কিছু ছয়দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বস্তুনিচয় পরিচালনায় আরশে অধিষ্ঠান (নিয়ন্ত্রণভার) গ্রহণ করেছেন। –সূরা ইউনুস ১০:৩

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

তিনি আসমানসমুহ, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছু ছয়দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর রহমান আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন– জমিনে কী প্রবিষ্ট হয় আর কী তা থেকে বহির্গত হয়, কী আসমান থেকে নামে আর কী তাতে ওঠে। আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তোমারা যেখানেই থাক না কেন। তিনি তোমাদের কর্মকীর্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত। –সূরা হাদীদ ৫৭:৪

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন–

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

আল্লাহর মত, আল্লাহর তুল্য কিছু নেই। –সূরা শূরা ৪২:১১

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

আল্লাহর সমান, সমকক্ষ কেউ নেই। –সূরা ইখলাস

কাজেই যারা এ কথা বলে– আল্লাহ মানুষের মতো আরশে সমাসীন, আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত, এরা মুশাব্বিহাহ, মুজাসসিমাহ, এরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

আরেকটি দল আছে, যারা আল্লাহর যাত থেকে বাড়তি সমস্ত সিফাতকে অস্বীকার করে, মুহকাম গুণাবলিও অস্বীকার করে। এরা 'স্বতন্ত্র সিফাত' মানে না। এদেরকে বলা হয় মুআতিলাহ, জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলাহ। এরা আল্লাহ তাআলাকে সিফাতশূন্য করে দিয়েছে। এরাও গোমরাহ। যারা বলে– আল্লাহ মানুষের মতো, আর যারা বলে– আল্লাহর কোনো সিফাত নেই, দুদলই গোমরাহ।

সব কিছু ছয়দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বস্তুনিচয় পরিচালনায় আরশে অধিষ্ঠান (নিয়ন্ত্রণভার) গ্রহণ করেছেন। –সূরা ইউনুস ১০:৩

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তিনি আসমানসমুহ, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছু ছয়দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর রহমান আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন– জমিনে কী প্রবিষ্ট হয় আর কী তা থেকে বহির্গত হয়, কী আসমান থেকে নামে আর কী তাতে ওঠে। আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তোমারা যেখানেই থাক না কেন। তিনি তোমাদের কর্মকীর্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত। –সূরা হাদীদ ৫৭:৪

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন–

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

আল্লাহর মত, আল্লাহর তুল্য কিছু নেই। –সূরা শূরা ৪২:১১

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

আল্লাহর সমান, সমকক্ষ কেউ নেই। –সূরা ইখলাস

কাজেই যারা এ কথা বলে– আল্লাহ মানুষের মতো আরশে সমাসীন, আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত, এরা মুশাব্বিহাহ, মুজাসসিমাহ, এরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

আরেকটি দল আছে, যারা আল্লাহর যাত থেকে বাড়তি সমস্ত সিফাতকে অস্বীকার করে, মুহকাম গুণাবলিও অস্বীকার করে। এরা 'স্বতন্ত্র সিফাত' মানে না। এদেরকে বলা হয় মুআতিলাহ, জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলাহ। এরা আল্লাহ তাআলাকে সিফাতশূন্য করে দিয়েছে। এরাও গোমরাহ। যারা বলে– আল্লাহ মানুষের মতো, আর যারা বলে– আল্লাহর কোনো সিফাত নেই, দুদলই গোমরাহ।

সালাফে সালিহীন– সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মত হল– যেখানে আরবী বাগরীতি অনুযায়ী আকীদায়ে তানযীহ মোতাবেক অর্থ করা যায় না, সেখানে 'তাফউয়ীজ' করা হবে, আল্লাহর হাওয়ালা করে দেয়া হবে। তানযীহের আকীদা ঠিক রাখতে হবে।

হাকীকত ও কাইফিয়ত

মাখলুকের পায়ের হাকীকত-স্বরূপ হলো– চামড়া, গোশত, হাড্ডি ও শরীরী অংশ। আরেকটি হল কাইফিয়ত বা ধরন– লম্বা না খাটো, ফর্সা না কালো। সালাফের আকীদা হল– আল্লাহর পা আল্লাহর সিফাত, এর হাকীকত-কাইফিয়ত মানুষের পায়ের হাকীকত ও কাইফিয়তের মতো নয়।

তাহলে আল্লাহর পা কী এবং কেমন? উত্তর হলো– আল্লাহর পা এর হাকীকত ও কাইফিয়ত, মূল প্রকৃতি-স্বরূপ ও ধরন কোনোটিই জানা নেই। আল্লাহ যেমন তার পা-সিফতও তেমন। এটা তাফউয়ীজ। যেখানে জরুরত পড়বে, সেখানে তাফওয়ীজ করা হবে।

মুতাশাবিহ এর ক্ষেত্রে এটি আমাদের আকীদা। এটি সাহাবায়ে কেরামের আকীদা। তাবিঈগণের আকীদা। ইমাম, ফকীহ ও মুজতাহিদীনের আকীদা।

যারা আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের সদৃশ বলে এবং মানুষের মতো আল্লাহকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী মনে করে, তারা বলে– আল্লাহর হাত, পা, চোখ এর দ্বারা প্রকৃত হাকীকত উদ্দেশ্য।

আমরা বলেছি, সালাফের মত হল– প্রকৃত অর্থ, হাকীকত ও ধরন-ধারন কোনোটি জানি না। আর এরা বলে প্রকৃত অর্থ জানে। পায়ের প্রকৃত অর্থ একটা অঙ্গ, যেটা হাড্ডি দিয়ে বানানো। তবে এর কাইফিয়ত বা ধরন তাদের জানা নেই। হাকীকত জানা আছে কাইফিয়ত জানা নেই। কথাটা কত মারাত্মক! হাকীকত উদ্দেশ্য হলে বলতে হবে– আল্লাহর হাত মানুষের হাত একই প্রকৃতির। ধরন শুধু এক রকম না। আল্লাহ অনেক বড়, অনেক বিশাল, তাই আল্লাহর হাতও বড় আর বিশাল। পার্থক্যটা বড় ছোট-র! দেহ আর অঙ্গ হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই! হাকীকতে কোনো পার্থক্য নেই! ওরা বলে 'ইয়াদ' দ্বারা হাকীকত উদ্দেশ্য!

হাকীকত এক রকম হলে তাশবীহ-সাদৃশ্য বেশি হয়, না কাইফিয়ত এক হলে তাশবীহ বেশি হয়? আল্লাহর পায়ের প্রকৃতি আর মানুষের পায়ের প্রকৃতি এক, স্বরূপ এক, এটাই আসল সাদৃশ্য, এখানে সাদৃশ্য বেশি মারাত্মক। কাইফিয়ত তো হল বড়-ছোট, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ রং-রূপ এগুলো। তাদের মতে এগুলো কেবল ভিন্ন! আমরা বলি, হাকীকত-কাইফিয়ত কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে মাখলুকের কোনো সাদৃশ্য নেই। আল্লাহর যাতের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্যই না।

আল্লাহর পায়ের হাকীকত জানা আছে, কাইফিয়ত জানা নেই– এ কথা খতরনাক, এ কথা সাংঘাতিক। এখনকার গালী (কট্টর) সালাফী/আহলে হাদিস ও গায়রে মুকাল্লিদরা এটাই শিক্ষা দিচ্ছে। তাদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়– আল্লাহ ঠিক আরশে বসে আছেন, মানুষের মত বসে আছেন! আল্লাহরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, আল্লাহর অংশ আছে। এমন কথাবার্তা জনসাধারণকে বলছে! নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ!!

তেমনি একটি বিষয় হলো– 'আল্লাহ আসমানে আছেন'। অর্থাৎ আসমানের সাথে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নূর ও তাজাল্লির সম্পর্ক রয়েছে। সেই হিসেবে একথা বলা সহীহ যে, 'আল্লাহ আসমানে আছেন।' যেমন কাবাঘরকে বলা হয় বাইতুল্লাহ। এর মানে এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা এই ঘরে বসবাস করেন। এর অর্থ– কাবাঘরের উপর আল্লাহর বিশেষ নূর ও তাজাল্লির সম্পাত হয়। তাই এটি বাইতুল্লাহ– আল্লাহর ঘর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের ঈমানকে সহীহ সালেম করে দেন, বিশুদ্ধ করে দেন। কথাগুলো বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দেন, আমীন।